# ভিন দেশ ও ভিন আচরণ

## (১)

দিলরুবা শাহানা

মানুষ গড়ে উঠে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রভাবে, আচার আচরণে মানুষ একজন থেকে আরেকজন আলাদা হয় সাংস্কৃতিক কারনে। যেমন আমাদের বাংলাদেশে ক্ষেতে ফসল ফলানোর কাজ ছেলেরাই করেন, আবার আফ্রিকার কোন কোন দেশে এইকাজে আধিপত্য মেয়েদের। আমরা মেয়েরা কাপড়চোপড়ে শরীরকে ঢেকেঢুকে চলাফেরাকে শালীনতা ভাবি, অন্য অনেক দেশে বিপরীত চিত্র চোখে পড়ে। এই ব্যাপারে দুটো ঘটনা উল্লেখ করছি।

প্রথম ঘটনা বলেছিলেন ব্র্যাকের রব চৌধুরী। শুরুর দিকে যখন প্রত্যন্ত গ্রামে ব্র্যাকের নানা কর্মকান্ড চালু হয়েছে, মাঝে মাঝেই বিদেশীরা আসতো আর ঝুকি নিয়ে গ্রামেও যেতো। আজ থেকে ৩০বছর আগে বাংলাদেশের গ্রামের মানুষ বিদেশী দেখলে অবাক হত, দেখার জন্য ভীড় করতো। আর উন্নয়নকামী বিদেশীরা মানুষের কাছে যেতে, তাদের প্রয়োজনগুলো বুঝতে আগ্রহী ছিল খুব। সংস্কৃতির তারতম্য দুই দলের কাছাকাছি হওয়ার পথে দ্বিধা সৃষ্টি করতো। একবার বিদেশী দুই মহিলা সিলেটের গ্রামে যাবেন বলে স্থানীয় অফিসে পৌঁছান। ব্র্যাকের নিয়মানুযায়ী কর্মীদের বাসস্থান ছিল অফিসসংলগ্ন। রবভাইরা ঘরে গিয়ে তাদের লুঙ্গি ছিড়ে দুইটা ওড়নামত বানিয়ে এনে দেন মহিলাদের পরতে। ঐ দুইজন মহিলাও সানন্দে লুঙ্গির ওড়না গলায় ঝুলিয়ে গ্রামে ঢুকেন। এমনিতে বিদেশী তার উপর ওড়না ছাড়া হলে মানুষের ভিড় ঠেকানো মুশকিল হত। তবে ঐ বিদেশীরাও গ্রামে ঢুকা নিরাপদ হবে মনে করে ওড়না পরেছেন বিনাদ্বিধায়।

বাংলাদেশের এই গল্প আমি করি লন্ডনে আমার সুপারভাইজার জো বিলের কাছে। জো বিল লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের শিক্ষক, আমি ওর ছাত্রী থাকা অবস্থায় গতানুগতিক পড়াশুনা ছাড়াও অনেক কথা, অনেক গল্প, অনেক কিছুর ব্যাখ্যা শুনতে চাইতাম তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে। জো বলেন অন্যের সংস্কৃতিকে সম্মান দেখালে তার কাছাকাছি হওয়া যায়। একবার জো আফ্রিকাতে রিসার্চের কাজ করতে গেছেন। মেয়েদের ছোটখাটো অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ছিল গবেষণার বিবেচ্য বিষয়। গভীর পর্যবেক্ষণের জন্য স্থানীয় বাজারেও যেতে হত। প্রথম প্রথম তাঁর পশ্চিমা পোশাক ও সাদা চামড়ার কারণে আফ্রিকান মেয়েরা তাঁকে ‘এলিয়েন’ মনে করতো। তারপর জো ওদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য ওদেরই মত গাঢ় জমকালো রংয়ের জামা পরে নেন, ওদের মতো করে জবরজং রুমালটাও মাথায় জড়িয়েছিলেন। এরপরে ধীরে ধীরে আফ্রিকান মেয়েরা তাকে নিজের একজন করে নেয়।

সংস্কৃতির কারণে নারীপুরুষের কার্যক্রমও আলাদা হয়। জীবনের এইদিকগুলোও আমাদের বিস্মিত করে কখনও, কখনও। আমি অষ্ট্রেলিয়াতে আসার পর পরই লেটরব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক জুডিথের বাসায় যাই over the lunch নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে আলাপআলোচনার জন্য। ঐ আলোচনায় জুডিথের আরও একজন বান্ধবী(সেও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) আসবে। দিনক্ষণ ঠিক আছে। এরমাঝে জুডিথ ফোন করে জানতে চাইলো

-উড ইয়ু মাইন্ড, যদি আমার স্বামী থাকে

-নাহ্ ঠিক আছে, ও কি নারীর ক্ষমতায়নে আগ্রহী?

-আছে কিছুটা, তবে ডেভিড ভেরী গুড কুক, ও আমাদের জন্য ইন্ডিয়ান খাবার রান্না করবে।

আমি অবাক হলাম ভেবে যে একজন ভদ্রলোক বউয়ের বান্ধবীদের জন্য রান্না করতে ঘরে থাকবে!

যাহোক জুডিথের বাসায় পৌঁছে অনেক গল্প হল। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি প্রযুক্তি, তথ্য ও আইনগত বিষয়ও নারীর জন্য উন্মুক্ত করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে জটাজাল খুলে আলোচনা হল।

দিনটি ছিল চমৎকার রোদালো। আমরা রোদ উপভোগের জন্য উঠোনে বসেছিলাম। মাথার উপর স্বচ্ছ প্লাষ্টিক বা ঐ জাতীয় কিছুর ছাউনিতে আঙ্গুরলতা বেয়ে উঠেছে, নীচে কাঠের বেন্চ আর তক্তার টেবিল। ছাউনির বাইরে ঘাসের নিখুঁত লন চারদিকে নানান রংয়ের ফুলের গাছ দিয়ে ঘেরা। রোদের উষ্ণতা আদরের মত ছুয়ে আছে পুরো পরিবেশটাকে।

আমাদের তিনজনের সঙ্গে ডেভিড এসে যোগ দিল। জুডিথ লম্বা একহারা গড়নের, ওর স্বামী লম্বা চওড়া আর দাড়ি রয়েছে, অনেকটা আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের মত। সেও শিক্ষক। খাবার রেডি। আমরা টেবিল থেকে কফির কাপটাপ সরিয়ে খেতে বসলাম। সুন্দর তবে খুব ভারী মেটালের দুটো হাড়ি টেবিলে এনে রাখলো ডেভিড। সালাদ ইত্যাদি রাখা হল। ডেভিডের টেবিল গুছানোর সময়েও আমাদের আলোচনা চলছিল। এবার ডেভিড বললো

-মেয়েরা তোমরা নিশ্চয় তোমাদের সমস্যা প্রায় সমাধান করে ফেলেছ, চল খেতে শুরু করি, আমি তোমাদের সিলভার সার্ভিস দেব।

আমাদের থালাতে ভাত আর তরকারী বেড়ে দিল ডেভিড, সালাদও সে তুলে দিচ্ছিল। বুঝলাম এই হচ্ছে সিলভার সার্ভিস। গাঢ় বাদামী রংয়ের মোটা চালের ভাত আর কেপসিকাম, পিয়াজ পাতা দিয়ে মসলাসহ রান্না চর্বিহীন পরিস্কার মাংস খেতে খারাপ না। তবে সৈয়দ মুজতবা আলীর দেশের মেয়ে আমি খানাপিনায় নিখুঁত বিলাসিতাই পছন্দ তাই তরকারীর আধভাঙ্গা ধনে দেখে খাওয়ার রুচি তেমন রইলোনা। জুডিথের বন্ধু ম্যারিওন খুব মজা খুব মজা বলে তিন সার্ভ নিল। ডেভিড

ইন্ডিয়ান রান্না শিখেছে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাটমেটের কাছ থেকে অক্সফোর্ডে পিএইচডি করার সময়ে। তারপরে দিল্লীতে জওহর লাল নেহেরু ইউনিভার্সিটিতে কিছুদিনের জন্য পড়াতে গিয়ে চেয়েছিল রান্নাটার উন্নতি করতে। তবে ওর সহকর্মী পুরুষরা কেউ রান্না জানেন না। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে গৃহজীবী পুরুষরা এই বিদ্যা জানেন না, ঘরে এই দক্ষতা হচ্ছে মেয়েদের একচেটিয়া সম্পদ। শুনে ডেভিড বললো

-পুরুষদেরও এই প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার থাকা উচিত( ম্যান শ্যুড হ্যাভ অ্যাকসেস টু দিস টেক্‌নোলজী)

আমরা যখন চাইছি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধায় মেয়েদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে ও চাইছে রান্নাঘরে পুরুষের প্রবেশাধিকার।

খাওয়ার পর আমরা সবাই রান্নাঘরে উঠে আসলাম যার যার থালা হাতে নিয়ে। কল ছেড়ে থালাটা তার নীচে ধরে তারপরে ডিশওয়াসারে দিতে হবে। প্রথমেই ডেভিড তার থালা দিয়ে কাপাচিনো বানানোতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমি ডিশওয়াসারে থালা দিয়ে সোজা হয়েছি মাত্র ও জানতে চাইলো

-রান্নাটা কেমন হয়েছে তার একটা অনেষ্ট ফিডব্যাক চাই, বলতো?

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল সততার সাথেই উত্তরটা বলি। বলেই ফেললাম।

-ভাল, তবে ধনেটা গুঁড়ো করে দিলে অলমোস্ট পারফেক্ট রান্না হতো।

ও বেচারা জানালো গুঁড়ো ধনে ফুরিয়ে যাওয়াতে ঘরে রাখা আস্ত ধনে কফি গ্রাইন্ডারে ভেঙ্গে তারপরে দিয়েছে। ওকে বললাম কিভাবে ধনে তেলছাড়া ফ্রাইপ্যানে হালকা ভেজে গ্রাইন্ডারে গুঁড়ো করে তারপর চালনিতে চাললে মিহি ধনের গুঁড়ো পাবে। ডেভিড রাধতে পছন্দ করে বলে রান্নার সব সরঞ্জাম ওদের রয়েছে দেখলাম। জুডিথ জানালো রান্নাতে তার সখ নাই, বাথরুম পরিস্কারের মতোই রান্না প্রয়োজনীয় কাজ একটি। বাথরুম পরিস্কার না করলে যেমন বাড়ীতে বেশীদিন থাকা যায়না। রান্না না জানলেও কাচা খেয়ে বা কেনা খাবার খেয়ে বেশীদিন থাকা যায়না। ব্যাপারটা এইভাবে দেখে বলে জুডিথের নতুন রান্না শিখতে আগ্রহ হয়না। আমার আগ্রহ কি রকম জানতে চাইলো। জানালাম দেশবিদেশের সৌখিন রান্না জানতে ইচ্ছে করে তবে হররোজের রান্না প্রয়োজন বলেই করি। ডেভিড জানতে চাইলো বিদেশী কোন কোন খাবার জানি। আগ্রহ আছে বলে পছন্দের কিছু কিছু খাবার বানাতে শিখেছি তারমাঝে রাশান সালাদ, ইতালিয়ান এগপ্লান্ট পার্মাজেনা (বেগুন আর পনিরের বেক্‌ড ডিস) ইত্যাদির কথা বললাম।

আমাদের দেশে কেউ অতিথি এলে পুরুষরা রান্না করবে ভাবা যায়না। কোন পুরুষের রান্নার সখ থাকলে তার মেয়েলী স্বভাব নিয়ে হাসাহাসি করা হয়।

তবে আমাদের পুরুষরা রান্না করেননা কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। বড় বড় নামীদামীবাবুর্চিরা সবাই পুরুষ, তাদের আয়ও অনেক। যেখানে অর্থ ও ক্ষমতা

সেখানে আধিপত্য পুরুষের। মেয়ের প্রবেশাধিকার নাই বললেই চলে, আর থাকলেও তা খুব সীমিত।